দৈনিক সংবাদ

তারিখ [illegible] পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

## শিক্ষক-কর্মকর্তা সংকট

# বান্দরবানের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

**বান্দরবান থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ** শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বান্দরবান জেলায় মহাবিদ্যালয়সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

বান্দরবান আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এ প্রতিনিধিকে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বহুবার যোগাযোগ করার পরেও এ জেলার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের বহু পদও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। থানচি থানা সদরে অবস্থিত একমাত্র হাইস্কুলটি এখনো জাতীয়করণ হয়নি।

এমপি বীর বাহাদুর আরো জানান, বান্দরবান সরকারি কলেজ, রোয়াংছড়ি সরকারি হাইস্কুল, রুমা সরকারি হাইস্কুল, আলীকদম সরকারি হাইস্কুল এবং বান্দরবান সরকারি বালিকা হাইস্কুলগুলোতে বহুদিন যাবৎ শিক্ষা সংকট চলছে। বালিকা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা পোস্টিং হয়ে আসলেও রহস্যজনক কারণে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যেই অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান। রোয়াংছড়ি হাইস্কুলে সুজন দে নামে একজন সহকারী শিক্ষক এক বছর আগে বদলি হয়ে আসলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদানের পরপরই ১০ মাসের প্রশিক্ষণে চলে যান এবং প্রশিক্ষণে থাকাকালীন সময়ে তদবিরের জোরে অন্যত্র বদলি আদেশ পান বলে অভিযোগ উঠেছে। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানবিকাশ তনচঙ্গা শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক বরাবরে চিঠি পাঠিয়ে আবেদন করেছেন যে, পার্বত্য বিধি অনুসারে বদলি আদেশপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের স্থলে কেউ যোগদান না করা পর্যন্ত 'ছাড়' দেয়া যায়না।

এ জেলার নারী শিক্ষার একমাত্র সরকারি বিদ্যাপীঠ বান্দরবান বালিকা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হলেও তদবিরের জোরে তারা ৩ থেকে ৬ মাসের ভেতর অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান। ফলে সিনিয়র শিক্ষিকা ও সহকারী প্রধান শিক্ষিকার সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনা দেবকে বছরের বেশিরভাগ সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে অন্য সিনিয়রিটিপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের মাঝেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ছাত্রী অভিভাবকদের দাবি ঃ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মিনা দেবকে দাপ্তরিক আদেশে প্রধান শিক্ষিকার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষার আরো উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এদিকে এ জেলার দুর্গত থানা থানচির একমাত্র হাইস্কুলটি সাবেক এরশাদ সরকারের আমলে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোষণা আজো কার্যকর হয়নি।